মাহে রামাদান উপলক্ষে
আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস...

Ramadan
KAREEM

তরুণ ও মাহে রামাদান...

আব্দুল্লাহ ইবনে জাহান

পূর্বকথন!

শুকরিয়া মহান আল্লাহর, যিনি জ্ঞানদানের মাধ্যমে আদম সন্তানকে মাহামান্বিত করেছেন। দরুদ ও সালাম সেই প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি মানবকুলের সমস্ত সমস্যা সমাধানের পথ স্থাপন করে গিয়েছেন অত্যাধুনিক ভাবে।
ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম। মানব জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছে ইসলাম। ছোট্ট থেকে ছোট্ট, এমনকি মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও ইসলাম সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছে। একজন মুসলিমকে সেভাবেই চলতে হবে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা চলতে বলেছেন। ইসলামকে সঠিকভাবে মানতে হলে অবশ্যই পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামকে জানতে হবে। যারা জানে তাদের মর্যাদা সর্বক্ষেত্রেই বেশি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন- **"যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?"** -সুরা যুমার, ৯ কখনোও নয়। সুতরাং একজন প্রকৃত প্র্যাক্টিসিং মুসলিম হতে হলে ইসলাম সম্পর্কে জানার বিকল্প নেই। তবে যেহেতু সবার পক্ষে সরাসরি কুরআন-হাদিস রিসার্চ করে সব বিষয় জানা সম্ভব নয়, তাই জানার অন্যতম মাধ্যম আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন, **"যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও"** –সুরা আম্বিয়া, ৭

একটু হিশেব করে দেখুন তো! আমরা কয়জন মুসলিম এমন আছি যারা ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জানি? তারচেয়েও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যা জানি না তা জিজ্ঞাসা করার আগ্রহই তো আমাদের মাঝে নেই। বিশেষ করে একান্ত বিষয়াবলির মাসআলা-মাসায়েল তো লজ্জার কারণে কখনো জানার ইচ্ছায় আমাদের জাগেনি। অথচ আল্লাহ এবং তার রাসুল এগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করেননি, এমনকি আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছেও সাহাবায়ে কেরাম একান্ত বিষয়াবলির মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন এবং তিনি তার জবাব দিতে লজ্জাবোধও করতেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের লজ্জার কোন সীমারেখা নেই।

"লজ্জা নয়, জানতে হবে" এ প্রবাদ বাক্যের আরেকটি উদাহরণ স্থাপন করতে কলম ধরেছেন তারুণ্যের মেজাজ অনুধাবনকারী প্রিয় বন্ধু **আব্দুল্লাহ ইবনে জাহান**। তার এবারে ছোট্ট লিখুনিতে তুলে ধরেছেন নিত্য সময়ের অত্যান্ত প্রয়োজনীয় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার তাহকিকী সমাধান। যুবকদের জন্য অধিক উপকারী হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ লেখকের কলমকে আরো শানিত করুন। সকল কাজ সহজ করে দিন, আমীন। তার কলম থেকে এজাতীয় গুরুত্বপূর্ণ লিখুনির প্রত্যাশায়...

বান্দা ইলিয়াস ইবনুল হাজ্ব
১৪-ই রামাদানুল কারীম
সময়ঃ বাদ ইশা

জীবন ঘনিষ্ঠ সত্য প্রচারে ইসলাম লজ্জা কিংবা সংকীর্ণতার শিক্ষা দেয় না।

সুচিপত্রঃ

জরুরী মুহুর্তে টিশার্ট পরে নামাজ আদায় করা যাবে?

মাশাআল্লাহ অনেক যুবক ভাই রয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাদের অন্তরে ইসলামের মুহাব্বত ঢেলে দিয়েছেন। 'যেখানেই থাকি যেভাবেই থাকি নামাজ আমাকে পড়তেই হবে' এমন সদিচ্ছাও তাদের মনের গহিনে বাস করে। আমাদের এসমস্ত ভাই মাঝে মাঝে একটু কনফিউশনে ভুগেন "আমার পাঞ্জাবি তো ঘরে, টিশার্ট- গেঞ্জি বা এজাতীয় হাফ হাতা জামা পরে কাজে, ঘুরতে কিংবা খেলতে বেড়িয়েছি। এগুলা পরে কি আমার নামাজ হবে? আমাকে বেশ কয়েকজন এমন প্রশ্ন করেছেন। আমার এসব ভাইদের জানার জন্য দু-কলম লিখছি।

উত্তর হল হ্যাঁ। এমন অবস্থায় টিশার্ট পরেও আপনার নামাজ হবে (আহসানুল ফাতওয়া ৩/৪০৭) এবং সোয়াবেও কোন ঘাটতি আসবে না। তবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খুব যত্নবান থাকতে হবে-

১. আমাদের গায়ে যে টিশার্ট বা গেঞ্জি রয়েছে তা যেন পরিত্যাক্ত না হয় অর্থাৎ যেটা পরে আমরা সম্ভ্রান্ত কারো সামনে অথবা হাটে- বাজারে যেতে লজ্জাবোধ করি।

- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

  يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

  "হে আদম সন্তান! প্রতিটি নামাজ পরিপাটি হয়ে আদায় করো" (আরাফ, ৩১)

- আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

  إذا صلي أحدكم فليلبس ثوبه؛ فإن الله أحق من تزين له

  তোমাদের প্রত্যকেই যেন (ভাল) কাপড় পরে নামাজে দাঁড়ায় কেননা তোমাদের পরিপাটি রুপ দেখার ক্ষেত্রে আল্লাহই বেশি হকদার। (সহিহুল জামে, ৬৫২)

২. টিশার্টে যেন কোন প্রাণির ছবি না থাকে।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি ছবিযুক্ত রঙিন পর্দা ছিল। একদিন তিনি পর্দাটি ঘরের একদিকে টানিয়ে দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সামনে থেকে এটা সড়াও। সালাতের মাঝে এর ছবিগুলোর প্রতি আমার চোখ পড়লে, খুশু-খুজু নষ্ট হয়ে যায়। (সহিহ বুখারী, ৫৯৫৯)

হাফিজুদ দুনিয়া ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

> সামনে থাকা পর্দাই যদি নামাজির খুশু-খুজু নষ্ট করে দেয়, তাহলে যিনি ছবিযুক্ত কাপড় পরে আছেন তার খুশু-খুজুর অবস্থা তো আরো করুণ। (ফাতহুল বারী ১০/৩৯১)

এজন্যেই আমাদের ফকীহগণ বলেছেন,

> ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরীমি। (মারাকিল ফালাহ, ১৩২)

প্রাসঙ্গিকভাবে **'গোড়ালির নিচে লুঙ্গি/ প্যান্ট পরে নামাজ পড়ার'** বিষয়টি বলে দিচ্ছি। গোড়ালির নিচে লুঙ্গি/ প্যান্ট পরা নামাজ অথবা নামাজের বাহিরে সর্বাবস্থায় হারাম।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> টাখনুর নিচের যে অংশ লুঙ্গি/প্যান্ট দ্বারা ঢাকা থাকবে তা জাহান্নামে যাবে। (সহিহ বুখারি, ৫৭৮৭)

সুতরাং নামাজের ভিতর গোড়ালির নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা আরো কঠিন গোনাহ, তবে নামাজ মাকরুহের সাথে আদায় হয়ে যাবে। সোয়াব পাবে না। (কিতাবুল ফাতাওয়া, ২১৪-২১৬)

বিঃদ্রঃ আমরা যখন বাড়িতে থাকব তখন গায়ের টিশার্ট-গেঞ্জি খুলে অথবা তার উপর পাঞ্জাবি পরে নামাজ আদায় করব। নতুবা নামাজ মাকরুহ হবে।

শর্ট টিশার্ট পরে নামাজ পড়ার বিধান

আসসালামু আলাইকুম!
কেমন আছ তোমরা? উপস্থিতি সংখ্যা আগের চেয়েও দেখছি বেড়ে গেছে, মাশাআল্লাহ। তোমাদের মাসআলা জানার আগ্রহ দেখে খুব আনন্দিত হলাম। আজ আমরা খুব খুব প্রয়োজনীয় একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টি আমিও কয়েকবার দেখেছি, অনেক দৃষ্টিকটু।
আজকাল শর্ট টিশার্ট, শর্ট গেঞ্জি এগুলার ফ্যাশন চলছে। আবার এগুলো পরেই আমরা মসজিদে নামাজ পড়তে আসছি । তোমাদের মাঝেও দেখছি কয়েকজন শর্ট গেঞ্জি পরে এসেছ। এখন মনোযোগ দিয়ে শোন! এই যে শর্ট গেঞ্জি পরে আমরা নামাজ পড়ছি, কখনো কি ভেবে দেখেছি শর্ট গেঞ্জি/ টিশার্ট পরে আমার নামাজ হচ্ছে কি না? বিশেষকরে আমরা যখন সিজদায় যাচ্ছি তখন 'পিছন থেকে গেঞ্জি উপরে উঠে যায় আর পেন্ট যায় নিচে' যার ফলে নাভির ঠিক বরাবর পিছনের কিছু অংশ খুলে যচ্ছে। অধিকাংশের তো 'নিতম্বের খাজ'ও দেখা যায়। অথচ আমরা সবাই জানি নাভি থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত 'পুরুষদের সতর' যা সর্বাবস্থায় ঢেকে রাখা ফরজ। ব্যাপারটি এখানে শেষ হলেই পারত কিন্তু না! শেষ হলো না, যেহেতু তোমার পিছনে আরেকজন নামাজ পড়ছে। তুমি যখন সিজদায় যাচ্ছ, তার চোখ কিন্তু ইতিমধ্যেই তোমার সতরের দিকে চলে গেছে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। অথচ অন্যের সতর দেখা কবিরাহ গোনাহ। এখন তার নামাজের কি হবে? মোটকথা শর্ট গেঞ্জি পরে নামাজ পড়ার মাঝে দুইটি ক্ষতি-

১. সিজদায় সতর খুলে যাচ্ছে।

২. অনিচ্ছা সত্বেও অন্যের চোখ তোমার অপৃতিকর জায়গায় নিবদ্ধ হচ্ছে।

দেখো! আমাদের ফকীহগণ কি লিখেছেন-

> পুরুষ অথবা মহিলাদের যে অঙ্গগুলো ঢেকে রাখা ফরজ, সেগুলোর কোন একটির চার ভাগের এক ভাগ নামাজে "সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম" তিনবার পড়ার পরিমাণ সময় খুলে থাকলে, নামাজ ভেঙ্গে যাবে। (কিতাবুন নাওয়াজেল ৩/৪১৪)

একটু ব্যাখ্যা করছিঃ আমরা যারা পুরুষ আছি, আমাদের 'অত্যাবশ্যকীয় ঢেকে রাখার অঙ্গ' হল নাভি থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত। তার মানে এই নয় যে , নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত একটি অঙ্গ বরং এখানে কয়েকটি অঙ্গ রয়েছে। যেমন হাটু একটি অঙ্গ, রান একটি অঙ্গ, নিতম্ব একটি অঙ্গ। এমনিভাবে 'নাভি থেকে নিয়ে অযাচিত চুলের আগ পর্যন্ত একটি অঙ্গ' এবার ফতোয়ার দিকে তাকাও। সেখানে বলা হয়েছে 'সতরের যে কোন একটি অঙ্গের এক চতুর্থাংশ খুলে গেলে' নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর সিজদায় এক চতুর্থাংশ কেন পুরা একটি অঙ্গ (নাভি থেকে অবাঞ্চিত চুলের আগ পর্যন্ত) তিন তাসবিহ পরিমান সময় খোলা থাকে। এবার তোমরাই বলো 'শর্ট গেঞ্জি পরে নামাজ হবে?'

তরুন শ্রোতাদের একজন বলে উঠল- "না! তার নামাজ হবে না। কারণ সিজদায় তার সতর খুলে গেছে আর সিজদায় নূন্যতম তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় আমরা অবশ্যই দেড়ি করি, কাজেই তার নামাজ হয়নি। আবার পড়তে হবে"।

মারহাবা! তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান। মাসআলার আরেকটি অংশ কিন্তু রয়েই গেল। পিছনের জন, যিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার সতর দেখে ফেলল তার কি দশা হবে? সেও তো নামাজে কবিরা গোনাহ করল কেননা আরেকজনের সতর দেখা কবিরা গোনাহ।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফকীহ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন-

> নামাজির দৃষ্টি অন্য কারো সতরের উপর পড়লে তার নামাজ নষ্ট হবে না।
>
> (ফাতওয়া কাজি খান ১/৩৮, কলকাতার ছাপা)

সুতরাং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নামাজি ব্যক্তির দৃষ্টি অন্য কারো সতরের উপর পড়লে নামাজ নষ্ট হবে না তবে করণীয় হল- সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া, নইলে গোনাহ হবে।

আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা মজলিসের ইতি ঘটাব তবে সবার কাছে একটি প্রশ্নঃ এরপরও কি আমরা শর্ট গেঞ্জি পরে নামাজে আসব? হ্যাঁ! অন্য সময় পরব কিন্তু নামাজে আসার সময় এরচেয়ে ভাল কিছু পরে আসব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক। আমিন।

‘অবাঞ্ছিত চুলের’ বিস্তারিত বিধান জানতে চাই

অবাঞ্ছিত চুল অর্থাৎ দেহের অতিরিক্ত লোম। কোন কোন স্থানের চুলকে অবাঞ্ছিত বলে? কতদিন পরপর, কিভাবে ও কতটুকু কাটতে হবে? এব্যাপারে আমাদের সবার মাঝেই কিছুটা ধোয়াশা রয়েছে। আমি চেষ্টা করব বিস্তারিতভাবে সবকিছু বলার জন্য।

কোন কোন স্থানের চুলকে অবাঞ্ছিত বলে?

১. দুই কাধের নিচের চুল

২. নাভির নিচের চুল

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

> ইসলামের সুপ্রাচিন বিধান পাঁচটি (ক) খৎনা করা (খ) নাভির নিচে ও (গ) বগলের নিচে খৌরকর্ম করা (ঘ) নখ কাটা (ঙ) মোছ ছাটা। (সহিহ বুখারী, ৫৮৮৯)

হাদিসটি থেকে বুঝা যাচ্ছে ‘অবাঞ্ছিত চুল কাটার বিধান’ শুধু আমাদের ক্ষেত্রেই নয় বরং যেদিন থেকে আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়েছেন, সেদিন থেকে এই বিধান গুলোও জারি করেছেন।

প্রথমেই আমরা বগল ও নাভির নিচে থাকা চুলের সিমানা জানব-

বগলের চুলের ক্ষেত্রে সিমানা স্পষ্ট, যতটুকু জায়গাতে চুল আছে ততটুকুই কাটব। আর নাভির নিচের চুলের ব্যাপারে ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

> নারী-পুরুষের গুপ্তাংগের উপরে এবং আশেপাশে আর ইবনে সুরাইজ বলেন মলদারের আশেপাশের চুলও অবাঞ্ছিত চুলের অন্তর্ভুক্ত। (আল মিনহাজ ৩/১৪৮)

মোটকথা গুপ্তাঙ্গের উপরে ও আশেপাশে, অন্ডকোষের নিচে এবং মলদারের উপরে ও আশেপাশের সমস্ত চুল কাটতে হবে।

কতদিন পরপর এই অবাঞ্ছিত চুল কাটতে হবে? এক্ষেত্রে তিন ধরনের নির্দেশনা রয়েছে-

(ক) সাতদিন পরপর কাটা। ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

> পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সুন্নাত হল প্রতি জুমআয় গোসল করা,নখ ও চুল কাটা, শরীরের দূর্গন্ধ দূর করা, মিসওয়াক করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা। (আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি ৩/৩৪৩)

(খ) পনের দিন পরপর কাটা। ফকিহ ইবনু আবেদীন আশ-শামী এই উক্তি করেছেন। (রদ্দুল মুহতার ২/১৮১)

(গ) চল্লিশ দিন পরপর কাটা এবং এটাই সর্বোচ্চ সময়সীমা। চল্লিশ দিন পার হয়ে গেলে মাকরুহে তাহরিমী হবে যা কঠিন গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> মোচ ছাটা, নখ কাটা, বগল ও নাভির নিচের চুল কাটার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ৪০ দিন সময় নির্ধারন করে দিয়েছেন, আমরা যেন এগুলা কাটতে ৪০ দিন পার না করে ফেলি। (সহিহ মুসলিম, ২৫৮)

সুতরাং আমরা চেষ্টা করব ৭ দিন অন্তর একবার কাটার জন্য, না পারলে ১৫ দিনে, অন্যথায় ৪০তম দিনে অবশ্যই অবশ্যই কাটব, না কাটলে কঠিন গোনাহ হবে।

এখন সবচেয়ে বড় একটি প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে- কেউ ৪০ তম দিনেও কাটল না। এভাবেই সে নামাজ পড়তে থাকল তাহলে কি তার নামাজ হবে?

ইসলাম অত্যান্ত পাক-পবিত্র ধর্ম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অত্যাধিক গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে,

و الله يحب المتطهرين

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোকদের অনেক ভালবাসেন। (সুরা তাওবা, ১০৮)

ইসলামে পাক-পবিত্রতার গুরুত্ব কতটুকু, আল্লাহ কর্তৃক ভালবাসা থেকেই তা অনুমান করা যায়। ইসলাম শরীরের অবাঞ্চিত চুলকেও পাক-পবিত্রতার অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে, সুতরাং কেউ যদি ৪০তম দিনেও অবাঞ্চিত চুল না কেটে নামাজ পড়ে তার নামাজ মাকরুহের সাথে আদায় হবে অর্থাৎ নামাজের ফরজিয়্যাত আদায় হলেও কোন সোয়াব পাবে না।

আলোচনার পূর্ণতার জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে নাকের ও বুকের চুলের ব্যাপারেও কিছু লিখছি-

নাকের চুলঃ অত্যান্ত দুর্বল একটি বর্ণনায় রয়েছে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام

নাকের চুল রোগ প্রতিরোধ করে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৪৩৬৮)

হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে নাকের চুল একেবারে উপড়ে ফেলা যাবে না বরং কেচি দিয়ে ছাটবে। এই কথাটিই আমাদের ফকীহগণ বলেছেন। (ফাতওয়া হিন্দিয়া, ৫/৩৬৫)

কতদিন পরপর কাটতে হবে?

নাকের চুল কাটার কোন সময়সীমা হাদিসে বর্ণিত হয়নি তবে ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ কয়েকটি হাদিসের শিরোনামে লিখেছেন-

> পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সুন্নাত হল প্রতি জুমআয় গোসল করা,নখ ও চুল কাটা, শরীরের দূর্গন্ধ দূর করা, মিসওয়াক করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা। (আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি ৩/৩৪৩)

তাহলে ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারলাম নাকের চুল সাত দিন পরপর ছাটা সুন্নাত।

বুকের চুলঃ বুকের চুল সৌন্দর্যতার জন্য সাইজ করা জায়েজ আছে তবে কাজটি ইসলামি শিষ্টাচার বহির্ভুত। (ফাতওয়া হিন্দিয়্যাহ ৫/৩৫৮)

হস্তমৈথুন করলে কি রোজা ভেঙ্গে যায়?

কতগুলো বিষয় আছে যা নিয়ে ইমামদের মাঝে তেমন কোন মতভেদ নেই, প্রায় সকলের কাছেই বিষয়গুলো দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট থাকে। একজন মুসলিমের জন্যে ‘সর্বাবস্থায় হস্তমৈথুন হারাম এবং রোজা রেখে হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত ঘটালে রোজা ভেঙ্গে যাবে’ বিষয়টিও এমনই। ঐ ব্যক্তির উপর রোজাটি কাজা করা ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার ২/ ৩৯৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

والذين هم لفروجهم حفظون. إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فمن ابتغي وراء ذالك فألئك هم العدون.

মুমিন তারাই যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। তবে পত্নি এবং উপ-পত্নির ক্ষেত্রে হিফাজত না করলে তারা তিরস্কৃত হবে না। আর যারা পত্নি এবং উপ-পত্নি ছাড়া অন্য উপায়ে কাম চরিতার্থ করে তারা সীমালঙ্ঘনকারি।

উক্ত আয়াত থেকে সমস্ত ফকীহগণ হস্তমৈথুন হারাম হওয়ার দলিল দিয়েছেন।

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

إن الله لا يحب المعتدين.

আল্লাহ পাক সীমালঙ্ঘনকারিদের ভালবাসেন না। (সুরা বাকারা, ১৯০)

সুতরাং এই কুঅভ্যাস থেকে আজই তওবা করা জরুরী। আল্লাহ সবাইকে হিফাজত করুক।

মাসআলার আরেকটি দিক হল হস্তমৈথুন করেছে তবে বীর্যপাত হয়নি তাহলে রোজা ভাংবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/ ৩৯৯)

রোজা রেখে ‘পর্ণ ভিডিও’ দেখলে কি রোজা ভেঙে যাবে?

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বর্তমান তরুণ প্রজন্ম পর্ণগ্রাফি আসক্তির ভয়াল নেশায় মত্ত, কিশোর থেকে শুরু করে অনেক মধ্যবয়সী লোকেরাও দ্রবিভুত হয়ে আছে পর্ণ গ্রাসে। মানষিক ও শারীরিক ভারসাম্যতায় ভুগছে তরুণ সমাজ। মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করার জন্য শয়তানের অন্যতম অস্ত্র হল নগ্নতা। আমাদের আদি পিতা-মাতাকেও জান্নাত থেকে বের করার আগে নগ্ন করে ছেড়েছিল শয়তান। - সুরা আল আরাফ, ২২ মানুষকে নগ্ন করে বিপথে নেওয়ার সেই শয়তানী চক্রান্ত শেষ হয়নি আজও বরং যুগের পর যুগ বেড়েই গেছে। আর বর্তমান যুগে শয়তানের এই শয়তানী চরম মাত্রা লাভ করেছে ইন্টারনেট পর্ণগ্রাফিতে। পর্ণ দেখা জঘণ্য হারাম এব্যাপারে কোন দ্বিধা নেই। এটা হারাম হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ যে, আসক্ত ব্যক্তি অনুভব করে সে ভুল কাজ করছে এবং মানুষের কাছ থেকে বিষয়টি লুকিয়ে রাখে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

গোনাহ সেটাই যা তোমার অন্তরে খটকা তৈরী করে এবং মানুষ তা জেনে যাওয়াকে তুমি অপছন্দ কর। (সহিহ মুসলিম, ২৫৫৩)

সুতরাং পর্ণাসক্ত লোকের জন্য অনতিবিলম্বে তওবা করা আবশ্যক। আসক্তিমুক্ত হওয়ার জন্য এখন থেকেই চেষ্টা শুরু করতে হবে। তবে উপরে যে প্রশ্ন করা হয়েছে ‘রোজা অবস্থায় পর্ণ দেখলে রোজা ভাঙবে কিনা?’ এব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করছি-

১. রোজা রেখে পর্ণ দেখেছে কিন্তু বীর্যপাত হয়নি তাহলে কোন ইমামের মতেই রোজা ভাংবে না। বীর্য বের হয়নি ঠিক আছে কিন্তু আঠাল পানি অথবা ভাতের মারের মত সাদা ধাতু বের হয়েছে, তবুও রোজা ভাংবে না। (আল ফিকহ আলা মাজাহিবিল আরবাআ ১/৫১৩-৫১৬)

বাস্তবে তার রোজাটা রাসুলের এই হাদিসের মত হয়ে যাবে-

> অনেক রোজাদার আছে যারা রোজা রেখে শুধুই ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করে...
>
> (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৭৬০)

২. পর্ণ ভিডিওর দিকে একবার তাকানোর ফলেই বীর্যপাত হয়ে গেছে, তবুও কোন ইমামের মতেই তার রোজা ভাংবে না। (তাবয়িনুল হাকায়েক ১/৩৩২)

৩. দুইয়ের অধিকবার কিংবা অবিরাম তাকিয়ে ছিল যার ফলে এমনি এমনি কোন স্পর্শ ছাড়াই বীর্যপাত হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে-

মালেকী ও হাম্বলী ফকিহগণ বলেন,

> কাউকে বারবার দেখার ফলে বীর্যপাত হলে রোজা ভেঙ্গে যাবে কারণ সে এমন কাজ করে বীর্যপাত ঘটিয়েছে যার মাধ্যমে সে সুখানুভূতি লাভ করেছে অথচ ইচ্ছা করলেই সে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারত কাজেই ব্যাপারটি হস্তমৈথুন করে বীর্য বের করার মত হল। (শরহু মুনতাহাল ইরাদাত ১/৪৮১)

শাফেয়ী ফকিহগণ বলেন,

> কারো পর্ণ দেখে বীর্য বের করার বদ অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন এই অভ্যাস্ত লোক যদি রোজা রেখে কাজটি করে তার রোজা ভেঙ্গে যাবে।
>
> (আল ফিকহ আলা মাজাহিবিল আরবাআ ১/৫১৭)

হানাফী ফকিহগণ যাদেরকে আমরা অনুসরণ করি তারা বলেন,

> কোন মহিলার চেহারা অথবা যৌনাঙ্গের দিকে একবার কিংবা অবিরাম তাকিয়ে থাকার কারণে বীর্যপাত হলে রোজা ভাংবে না। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্ণ দেখার ফলে এমনি এমনি বীর্যপাত হলে রোজা ভাংবে না। (দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারিল আহকাম ১/২০১)

তাহলে তিন ইমামের মতানুসারে বর্তমান ইন্টারনেট পর্ণ দেখে কারো এমনি এমনি হাত অথবা রানের স্পর্শ ছাড়াই বীর্যপাত হলে, তার রোজা ভেঙ্গে যাবে। আর আমাদের ইমামের মতানুসারে রোজা ভাংবে না। কিন্তু চলমান যুগের প্রতি লক্ষ্য করে চার ইমামের দলিল পর্যবেক্ষণ করলে ইমাম মালিক ও আহমাদ বিন হাম্বলের দলিল বেশি উপযুগি মনে হয়। ইন্টারনেট পর্ণ কিন্তু একজন মহিলার সুন্দর চেহারা বা যৌনাঙ্গ দেখা নয়। এখানে অনেক কিছুই রয়েছে যা হস্তমৈথুন করে বীর্য বের করার চেয়ে কম আনন্দদায়ক নয়। কাজেই ইমাম মালিক ও আহমাদ বিন হাম্বল যা বলেছেন তাই যুগোপযোগি অর্থাৎ অবিরাম পর্ণ দেখার ফলে এমনি এমনি যদি বীর্যপাত হয়ে যায় তো রোজা ভেঙ্গে যাবে। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ দলিল হিসেবে একটি হাদিসও পেশ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

> হে আলী! তুমি প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করো না, কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য ক্ষমাযোগ্য কিন্তু পুনরায় দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য ক্ষমাযোগ্য নয়। (তিরমিযী, ২৭৭৭)

উক্ত হাদিস দ্বারা ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ এর মত অনেক শক্তিশালি হয়ে যায়। একবার পর্ণের দিকে তাকিয়ে বীর্যপাত হলে ক্ষমাযোগ্য, রোজা ভাংবে না। কিন্তু দুইবার অথবা অবিরাম দেখে বীর্যপাত ঘটালে রোজা ভেঙ্গে যাবে।

৪. পর্ণ দেখছে এবং বীর্যপাত ঘটিয়েছে হাতের স্পর্শ, রানের চিপা কিংবা অন্যকোন ভাবে চাপ প্রয়োগ করে তাহলে সকল ইমামগণের মতেই হস্তমৈথুনের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে তার রোজা ভেঙ্গে যাবে। (আল ফিকহ আলা মাজাহিবিল আরবাআ ১/৫১৪)

উভয় সুরতে কাফফারা নয়, শুধু কাযা আদায় করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এধরণের জঘণ্য কাজ থেকে হিফাজত করুন। আমিন।

রোজার দিন স্বপ্নদোষ হলে কি রোজা ভেঙ্গে যাবে?

অবিবাহিত তরুনদের প্রায়ই স্বপ্নদোষ নামক সমস্যায় ভুগতে হয়। বিশেষ করে রমজান মাসে। রাত্রে ঘুমের মাঝে স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। আর আমাদের বাড়ির পরিবেশ খোলামেলা হওয়ার কারণে ফরজ গোসলটাও করতে পারি না, এতক্ষণে সাহরির সময় হয়ে যায়। মনে সন্দেহ উকি দিতে থাকে। আমি তো নাপাক, এ অবস্থায় সাহরি খেয়ে রোজা থাকলে রোজা হবে? আবার সাহরি খেয়ে, ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমিয়েছি তখনও দেখা গেল স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। এবারও ঠিক একই প্রশ্ন মনে ঘুরতে থাকে, আমার রোজা কি হবে? অনেক ছেলেরাই আমাকে এই প্রশ্ন দুটি করেছে। আবার অনেকেই লজ্জায় জিজ্ঞাসা করতে পারে না। প্রশ্ন দুটোর সরল উত্তর হল রোজা হয়ে যাবে। কোন সমস্যা হবে না।

(আদ দুররুল মুখতার মাআ রদ্দিল মুহতার ২/৩৯৬)

মজার ব্যপার হল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও এমন হয়েছিল-

> আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ইহতিলাম ব্যতীত স্ত্রী সহবাসের কারণে গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় সকাল পর্যন্ত থাকতেন এবং এরপর রোজাও রাখতেন। (সহিহ বুখারী১৯৩১)

আরও আশ্চর্যের বিষয় হল একজন সাহাবিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের মত প্রশ্ন করেছিলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> একদিন একজন লোক দরজায় দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! নাপাক অবস্থায় আমার ভোর হয়েছে অথচ আমি রোজা রাখতে চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমারও মাঝে মাঝে এমন হয়। নাপাকা অবস্থায় ভোর হয়ে যায় অথচ রোজা রাখার নিয়ত থাকে তখন আমি গোসল করি, তারপর রোজাও রাখি... (সুনানে আবি দাউদ ২৩৮৯)

একটি কথা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন উম্মতের জন্যে শিক্ষক। তিনি যদি এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন না হতেন তাহলে আমরা কিভাবে মাসআলাটি জানতাম। ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-
হাদিসগুলোতে নাপাক অবস্থায়ও রোজা রাখা যাবে, এ বিষয়টির বৈধতা রয়েছে। (উমদাতুল কারী ৪/১১)

জ্ঞাতব্যঃ কারো যদি রাতে স্বপ্নদোষ হয় তাহলে উত্তম হল, উঠে তাড়াতাড়ি গোসল সেড়ে ফেলা। নাপাক অবস্থায় কোন কিছু খেলে ভুলে যাওয়া রোগ হয়। তাছাড়া শুধুমাত্র লজ্জার কারণে তো আর ফজরের নামাজ রহিত হয়ে যাবে না।

প্রেমিকার সাথে ঘুরতে গিয়ে, অতঃপর...

আমি কয়েকদিন আগে রোজা রেখে আমার প্রেমিকার সাথে ঘুরতে গিয়েছিলাম, তার সাথে 'আসল কাজ' ছড়া হাতাহাতি থেকে শুরু করে সবকিছুই ঘটে, যার ফলে আমার বীর্যপাত হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হল- এতে কি আমার রোজা নষ্ট হয়ে গেছে?

যেভাবেই হোক প্রশ্নটি আমার কাছে এসেছে। কিভাবে শুরু করব, কি বলে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। আমাদের তরুন প্রজন্মের অভিশাপ লেগেছে। কিসের অভিশাপ জানেন? **'সহশিক্ষার অভিশাপ'**। মুরগী খেকো কিছু 'অসুর' মেয়াদোত্তীর্ণ পশ্চিমা সংস্কৃতি আমদানি করেছে আমার সোনার দেশে। এই সহশিক্ষা আমাদের কি দিয়েছে? কিশোর বয়সেই চারিত্রিক ধ্বস ছাড়া আমরা কিছু পেয়েছি? বিদ্যালয়গুলোর ভয়াবহতা লিখতে আমার হাত কাপছে। বর্তমানে তো 'জাষ্ট ফ্রেন্ডের' যুগ চলছে। এই জাষ্ট ফ্রেন্ডের মোড়কে সবকিছুই বৈধতা পাচ্ছে সমাজের কাছে।

"এরকম জাস্ট ফ্রেন্ড রিলেশানশিপে আক্রান্ত কোনো ভাই কিংবা বোনকে যখনই আপনি বলতে যাবেন যে, তারা যা করছে বা যেভাবে চলছে আদৌ ইসলাম তা সমর্থন করে না, তখনই তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। আর বলবে, 'আরে ভাই! আমরা প্রেম করছি নাকি? আমরা তো কেবল বন্ধু। আপনি আর আমি যেমন বন্ধু, এই মেয়েটা আর আমার মধ্যেও সে রকম বন্ধুত্ব। এর বাইরে কিছুই না'
তাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা রেখেই বলতে হয়- তারা যে বন্ধুত্বের কথা বলছেন, সেই বন্ধুত্ব করতে ইসলাম কখনই অনুমতি দেয়না। ইসলাম আর পাঁচ দশটা ধর্মের মত রীতি সর্বস্ব ধর্ম নয়। ইসলাম হল দ্বীন। একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এই ইসলামই ঠিক করে দিবে- আমরা কার সাথে মিশব, কার সাথে মিশব না। কার দিকে তাকাব আর কার দিকে তাকাব না। কিভাবে চলব আর কিভাবে চলব না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

قل للمؤمنين يغضوا من أبصار هم و يحفظوا فروجهم

> হে রাসূল আপনি মুমিন ব্যক্তিদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। (আন নূর, ৩০)

যুবকদের দ্বীনে ফেরার পথে সবচেয়ে বড় যে প্রতিবন্ধকতা, সেটা হলো হারাম রিলেশানশিপ। এমন অনেকেই আছে যারা হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রামাদানে সিয়াম রাখে, দ্বীনের ব্যাপারেও খুব আগ্রহী। কিন্তু, কিন্তু একটা জায়গায় এসে আটকে গেছে- হারাম রিলেশানশিপ।
হারাম রিলেশানশিপের প্রতি পদেই ওঁৎ পেতে আছে বিপদ। এমন সম্পর্কে পাপের ছড়াছড়ি ছাড়া প্রাপ্তির খাতায় আর কোন কিছু উঠার সম্ভাবনা নেই। হারাম রিলেশানশিপের অপর নাম দেওয়া যায় 'যিনা'। আর যিনার শাস্তি খুব ভয়াবহ। দুনিয়াতেও, আখিরাতেও। হারাম রিলেশানশিপ থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব সহজ নয়। সহজ নয় তাদের জন্য যারা দ্বীনটাকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। যারা নিজেদের আত্মাকে আল্লাহর বদলে শয়তানের কাছে জমা দিয়ে রেখেছে, তাদের জন্য পতনের এই চোরাবালি থেকে মুক্তিলাভ দুঃসাধ্য। তবে যারা আল্লাহর হয়ে যেতে চায়, যাদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সবকিছুই আল্লাহর ভালবাসা, অনুগ্রহ আর দয়াকে ঘিরে আবর্তিত হয়, তাদের জন্য এটা মোটেও কঠিন নয়। আল্লাহর দিকে যারা মন থেকে ফিরে আসতে চায়, আল্লাহ তাদের

জন্য সকল প্রতিবন্ধকতাকে সহজ করে দেন। তাদের হৃদয়ে ঢেলে দেন প্রশান্তির সুনির্মল বাতাস। সেই সুবাসে বান্দা রাঙিয়ে নেয় তার যাপিত জীবন। আল্লাহর দিকে ফিরে আসার জন্য খুব জমকালো আয়োজনের দরকার হয় না। কেবল আন্তরিক তওবা আর চোখের পানিই তো! ” (বেলা ফুরাবার আগে)

এখন রোজা নষ্ট হয়েছে কি না এই প্রশ্নে আসা যাক?

উত্তর হল রোজা ভেঙ্গে গেছে। সেদিনকার রোজাটি আপনাকে কাজা করে নিতে হবে। ফকিহগণ বলেন, অপুর্ণাঙ্গভাবে যৌন চাহিদা পূরণ করলেও রোজা ভেঙ্গে যাবে। যেমন… চুম্বন অথবা স্পর্শের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানো। (ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৬৫৪)

ফুট নোটঃ আরবি কিতাব গুলোর রেফারেন্স মাকতাবা শামিলা থেকে নেওয়া।

و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين